তারেক রহমানের আতঙ্ক

অনুগ্রহ করে ভুল বুঝবেন না যে, তারেক রহমানের “পিঠের চামড়া” আমার আলোচ্য বিষয়। কেউ তারেক রহমানের পিঠের চামড়ায় আচড় দিচ্ছে বা দেবার সম্ভাবনা আছে আমি সেইসব নিয়ে কোন কথাই বলতে চাইনা। এতোবড়ো সাহস আমার নেই। তিনি তার অনুচরদের ভাষায় দেশের হবু প্রধানমন্ত্রী । সূতরাং তার সম্পর্কে সমীহ করে কথা বলাই সমিচীন। যদিও তারেক রহমানকে নিয়ে দেশে যে পরিমাণ আলোচনা হয় বাংলাদেশের আর কোন রাজপুত্রকে নিয়ে অতীতেতো বটেই ভবিষ্যতেও এতো আলোচনা হবে কিনা আমার বিশ্বাস হয়না। তার ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে রাজনীতি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিরোধীদলতো বটেই সাধারণ মানুষের কাছেও মুখরোচক আলোচনার বিষয়। যারা বাতাসে কান পেতে শব্দ শুনেন তারা জানেন এই আলোচনা আমাদের অতীতের স্বৈরশাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে সকল মাত্রায়ই অতিক্রম করেছে। কি বিত্ত, কি চিত্ত, কোথাও তারেক রহমানকে কেউ এরশাদের চাইতে ছোট করে দেখেনা। সম্প্রতি এক পত্রিকায় বিশিষ্ট কলাম লেখক গাফফার চৌধুরী কর্তৃক তারেক রহমানের সমালোচনাকে আক্রমন করতে গিয়ে আনিসুর রহমান নামক এক ভদ্রলোক একথাটিও বলে দিয়েছেন যে, এই মানুষটিই আগামী দশ বছরে এই দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন। আমি ঠিক জানিনা, ইতিহাসে তার নাম কোথায় কিভাবে লেখা হবে। তিনি কি নায়ক হবেন না খলনায়ক হবেন সেটিও এখনি বলা ঠিক হবেনা। তবে এটি আমি নিশ্চিত, নিজের কানে শুনেছি যে, সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালের ইজারাদারের লোক যাত্রীর কাছ থেকে এক টাকা বেশী নেবার সময় সেটি তারেক রহমানকে দেওয়া হয় বলে পাবলিককে জানায়। তার অফিস হাওয়া ভবন বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের সবচেয়ে বড় শক্তিকেন্দ্র এবং হাওয়া ভবনের হুকুম ছাড়া সরকারের গাছের পাতাও নড়েনা-এটি কোনভাবেই কেউই অস্বীকার করবেনা। কিন্তু তবুও তিনি তার পিতার মৃত্যুর পুরষ্কার হিসেবে পাওয়া সেনানিবাসের যে বাড়ীতে বসবাস করেন বা ঢাকার যে অঞ্চলে তার অফিস হাওয়া ভবন সেখানে গণ-আন্দোলনের তাপ লাগাও যথেষ্ট কঠিন।

কিন্তু তিনি হঠাৎ করে নিজে কেন অনুভব করলেন যে, আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের দ্বারা তার দলের লোকজনের “পিঠের চামড়া” তুলে ফেলার মতো একটা ব্যাপার এখন এই দেশে এসে গেছে- সেটি প্রণিধানযোগ্য।

“আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে বিএনপি নেতা-কর্মীদের পিঠের চামড়া থাকবেনা”-গত ১৬ই অক্টোবর ২০০5 বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব ও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বড় পুত্র এবং তার দলের তরুণ কুর্দীদের ভাষায়

ভবিষ্যতের রাষ্ট্রনায়ক তারেক রহমান তার দলের তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের নির্বাচনপূর্ব আলোচনা এবং ইফতার মাহফিলে এই কথাগুলো বলেন। নির্বাচনের এতো আগেই এমনকি প্রার্থী নির্বাচনের বাতাস বইবার আগেই তারেক রহমান এমন বিষয় কেন উপলব্ধি করলেন সেটি দেশবাসীকে অবশ্যই ভাবতে হবে।

বিএনপির উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে গাজীপুরের তানভির আহমেদ সিদ্দীকির মতো বিএনপির (পরাজিত) বড় নেতা সহ অনেক ছোট বড় নেতাই অনেক কথা বলেছেন। তারাই বলেছেন যে, দেশের মানুষ বিএনপির উপর ক্ষুব্ধ। তারা বিশেষ করে দ্রব্যমূল্য এবং বিদ্যুৎ সংকট নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। নেতাদের কাছে, মন্ত্রীদের কাছে কর্মীদের মূল্যায়ন না থাকার কথাও আলোচনায় এসেছে। দল ও নেতারা দেশের মানুষের কাছে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো সেইসব বাস্তবায়ন না করা এবং দলের সকল স্তরে দুর্নীতি, লুটপাট ইত্যাদি নিয়ে বিরোধী দল যে ভাষায় কথা বলে বিএনপির নেতারা তার চেয়েও কঠোর ভাষায় কথা বলেছে। আমার নিজের পক্ষেই বিশ্বাস করা কঠিন ছিলো যে, এইসব কথা সত্যি সত্যি বিএনপির নেতারাই বলেছেন কিনা। জাতীয় প্রায় সকল জনপ্রিয় দৈনিক পত্রিকাগুলোর সাথে বিএনপির সম্পর্ক খারাপ বলে তারা মনে করে। সেজন্যই ঐ পত্রিকাগুলোর পাশাপাশি তাদের পক্ষের পত্রিকাগুলোর রিপোর্ট পড়লাম। সেইসব পত্রিকাতেও একই ধরনের বক্তব্য থাকায় এটি নিশ্চিত হওয়া গেলো যে, বিএনপির ভাষায় বিরোধী পত্রিকাগুলো সম্ভবত মিথ্যা রিপোর্ট প্রদান করে নাই।

কিন্তু এরপরও আমার কাছে পরিষ্কার হয়নি যে, তারেক রহমান সাহেব কেন মনে করছেন যে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে তার দলের "নেতা-কর্মীদের পিঠের চামড়া থাকবেনা"। এদেরই এক নেতা বলেছেন, "সময় পাল্টালে বিএনপির বড় বড় নেতারা দেশ ছেড়ে পালাবে এবং কর্মীরা তখন গণরোষে পড়বে।"

আমার বিবেচনা করার ইচ্ছে হলো, দেশে কি এমন একটি অবস্থা আদৌ বিরাজ করছে? বাহ্যত দেশে বিরোধী দলের কোন আন্দোলন নেই। যদিও আওয়ামী লীগ, এগারো দল এবং অনান্য বিরোধী দল বারবারই কর্মসূচী দিচ্ছে, তথাপি দেশে বিএনপি নেতাদের পিঠের চামড়ার ভয় পাবার মতো রাজনৈতিক আন্দোলন এখনো গড়ে উঠেনি। বিরোধী দল হরতাল দিলে ঢিলে ঢালা হরতাল হয়। মিছিল করলে প্রধানত দলীয় কর্মী বা সমর্থকরাই রাস্তায় নামে। বলা যেতে পারে, সাধারণ মানুষ এখনো বিরোধী দলের আন্দোলনে তেমনভাবে সামিল হয়নি। তবে তারেক রহমান টের পেয়েছেন যে, তার মায়ের প্রধানমন্ত্রীত্বের সরকার জনগণ থেকে এতোটাই দূরে সরে গেছে যে, দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসার চার বছরেই "পিঠের চামড়া" তুলে নেবার মতো শক্তি জন্ম নিয়েছে? সরকারের

সাফল্য আর ব্যর্থতা সম্ভবত এখানে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। বিএনপি নিজে এবং তাদের নেতা-কর্মী এমনকি প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত জানেন তাদের সাফল্য কোথায় আছে। এবার প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী নিজের মুখে তার সরকারের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করলেন। তার মন্ত্রীরাতো এখন কথায় কথায় তাদের ব্যর্থতার কথা বলেন এবং একে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানোর চেষ্টা করেন। বেচারাদের অবস্থা এখন এমন যে, কোনকিছুই তাদের পক্ষে যাচ্ছেনা। এমনকি সর্বশেষ তাদেরকে চরম গ্যাস সংকটের মুখেও পড়তে হয়েছে। চার বছরে মাত্র আশি মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করার যে চেষ্টাটি তারা করেছিলো এজন্য সেটিও বন্ধ করে দিতে হয়েছে। দুর্নীতিতে শাদের সাথে আবারও তারা যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তাদের আমলের চার বছরই এই শিরোপা থাকার ফলে সারা দুনিয়াতেই ইমেজ বলতে কিছু নেই।

কিন্তু আমার মতে তারেক রহমান এসবকে হিসেবে ধরে পিঠের চামড়ার কথা বলেননি। তিনি সম্ভবত এতোদিনে অনুভব করতে পেরেছেন যে, বিগত চার বছরে দেশজুড়ে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের উপর তার দলের লোকজন যে অকথ্য, অমানবিক ও নিষ্ঠুর নির্যাতন করেছে তার বদলা নেবার মতো একটা সময় হয়তো অচিরেই এসে পড়তে পারে। তারা ২০০১ সালের ১লা অক্টোবরের পর কেবলমাত্র নৌকায় ভোট দেবার অপরাধে যাদেরকে ঘরছাড়া করেছিলো, যাদের জমিজমা ঘরবাড়ী দখল করেছিলো, যাদের গায়ে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলো বা যাদের সহায় সম্পদ পুড়িয়ে দিয়েছে কিংবা যাদের কন্যা-স্ত্রী-মাতাদেরকে ধর্ষণ করেছে তারা হয়তো এখন একটু শিড়দাড়া খাড়া করে চলতে শুরু করেছেন।

এ প্রসঙ্গে আমি স্মরণ করতে পারি, গত ২২ আগস্ট ২০০৫ ঢাকা মহানগর নাট্য মঞ্চে অনুষ্ঠিত যুবলীগের এক আলোচনা সভায় বেগম মতিয়া চৌধুরীর একটি বক্তব্যকে। তিনি বলেছেন যে, বিগত চার বছরে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের উপর যে নির্যাতন করা হয়েছে তার ফলে এই দলটিরই টিকে থাকার কথা ছিলোনা। এটি হয় কোন গোপন দলে পরিণত হতো, নয়তো এটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তাদের মৃত কর্মীদের সংখ্যা ও তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু তাদের পক্ষে এটি প্রকাশ করা সম্ভব হবেনা যে, পনেরো কোটি মানুষের এই দেশে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদেরকে কি জঘণ্যভাবে ঘরে ঘরে নির্যাতন করা হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন কালো অধ্যায় আর একটিও ছিলোনা। একাত্তরে যে অবস্থা ছিলো এবার সম্ভবত তার চেয়েও ভয়ংকর হয়েছে নির্যাতনের মাত্রা। আওয়ামী লীগের সাথে সম্পর্ক আছে এমন কোন

পরিবার সম্ভবত পুরো দেশে পাওয়া যাবেনা যারা কোন না কোন ভাবে শারিরিক, মানসিক, আর্থিক বা পারিবারিকভাবে বিএনপির নেতা-কর্মীদের হাতে নির্যাতিত হয়নি। কিন্তু তাদের কিছু করার ছিলোনা। বিএনপি শাসনের প্রথম দুই বছর কার্যত কোন প্রতিরোধ গড়ে তোলার উপায় ছিলোনা। নেতা-কর্মীরা তাদের নিজের ঘরবাড়ীতে থাকতে পারেনি। বিএনপির পোড়ামাটি নীতিতে নীরবে বাড়ীতে থাকার অবস্থাও রাখা হয়নি। যাকে যেভাবে সম্ভব নির্যাতন করা হয়েছে। দলের শীর্ষ নেত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে চোখের জলে সান্ত্বনা দেয়া বা তার নিজের তহবিল থেকে সামান্য আর্থিক সহায়তা দেয়া ছাড়া আর কিছুই করার ছিলোনা। কিন্তু এতো কিছুর পরেও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা তাদের অবস্থান পরিবর্তন করেননি। এদেশের আর কোন রাজনৈতিক দল এই অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেনি। আমি নিশ্চিত, আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা যে পরিমাণ নির্যাতন সহ্য করেছে, তার এক হাজার ভাগের একভাগ নির্যাতন হলে বিএনপি নামক কোন রাজনৈতিক সংগঠনের অস্তিত্ব থাকতোনা। তবে মজার বিষয় হলো, দুই বছর অরণ্যে বসবাসের পর তৃতীয় বছর থেকেই ২০০১ সালে ঘরছাড়া আওয়াম লীগের নেতাকর্মীরা আবার ঘরে ফিরতে শুরু করেছে। এখন সম্ভবত দিন বদলের সময় হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বা গাজীপুরে শিবিরের লোকজন ছাত্রলীগের হাতে মার খাচ্ছে। গ্রামে যেসব বিএনপি নেতা এতোদিন চরম দাপট দেখাতেন, তাদের গলায় এখন নরম সুর। অনেকেই এখন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। কেউ কেউ দখল করা জমি-জমা, ঘর-বাড়ি, দোকান-পাট ছাড়তে শুরু করেছে। কেউ কেউ অবৈধভাবে হাটবাজার দখল করার বিষয় থেকে সরে আসার চেষ্টা করছেন। তাদের প্রায় সকলেরই আশঙ্কা যে, আওয়ামী লীগের ক্ষমতা আসাতো পরের কথা, বিএনপি সরকার বিদায় নিলে এবং নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় এলেই বিএনপির নির্যাতনকারীদের জন্য বাড়ীতে ঘুমানো বা এলাকায় থাকা কষ্টকর হয়ে পড়তে পারে। তারেক রহমান কি সেই সময়ের পিঠের চামড়ার কথা বলেছেন? তিনি কি লক্ষ্য করছেন যে, ক্ষমতার এই শেষ প্রান্তে আমলারাও এখন আর তেমন করে পক্ষ নিচ্ছেন না?

উপরন্তু যদি বিরোধী দল সত্যি সত্যি ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় এবং দেশে একটি গণঅভ্যুত্থান হয়ে যায়, যদি আবার একটি উনসত্তুর আসে, তবে তারেক রহমানদের প্রায় সকলেই যে বিদেশে পালাবেন এতে সম্ভবত বিএনপির ওয়ার্ডস্তরের কোন সমর্থকেরও সন্দেহ নেই।

অতীতে ক্ষমতাও নেই, নেতাও নেই-তাতেও বিএনপির পক্ষে টিকে থাকা কঠিন ছিলোনা। অতীতে বিএনপি নিশ্চিতভাবেই আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের সাথে

সহ-অবস্থান করেছে। আওয়ামী লীগ এর আগে একবার ক্ষমতায়ও গেছে। কিন্তু বিএনপি নেতাদের বাড়ী ছাড়তে হয়নি। কিন্তু এবার তারা জানে যে, আগের অবস্থা এখন নেই। বিএনপির লোকজন গত চার বছরে যা করেছে তার জন্য এখন তারা নিজেরাই মানসিকভাবে দুর্বল। অন্যায় করার জন্য তাদের সবারই আছে অপরাধবোধ। তদুপরি যেটি সবচেয়ে বড় বিষয়, সেটি হলো যে, সাধারণ মানুষ জানে, বিএনপির লোকজন দেশজুড়ে কি করেছে। এতোদিন আওয়ামী লীগ কোন কিছু করার আগে সাধারণ মানুষের কথা ভেবেছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের যে ক্ষোভ বিএনপির বিরুদ্ধে, তার সমাধান কি হবে? এমনওতো হতে পারে যে, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের আগেই সাধারণ মানুষ বিএনপির নির্যাতকদের উপর চড়াও হবে।

তারেক রহমান বুদ্ধিমান, বড় নেতা। সেজন্যই তিনি সেটি অনেক আগেই টের পেয়েছেন এবং যথার্থভাবেই তার দলীয় নেতা-কর্মীদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তারা যেন সাবধান থাকে। এমনও হতে পারে যে, তিনি তার ছিন্নভিন্ন রাজনৈতিক প্লাটফরমটিকে মারের ভয় দেখিয়ে একসাথে রাখার চেষ্টা করছেন।

তবে আমার ধারণা, নীতি আর আদর্শহীন একটি রাজনৈতিক প্লাটফরমকে দুর্যোগের সময় ঐক্যবদ্ধ রাখা খুবই কঠিন। হয়তো সেজন্যই পিঠের চামড়া রক্ষা করার জন্য চটের বস্তা পিঠে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

২৩ অক্টোবর ২০০৫/ ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ সম্প   দিত